নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা
শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর
(৭)

মন্দিরের দরজা বন্ধ অথচ রামকৃষ্ণদেবের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তবে গলার স্বর যেন আঁখিজল

ভারাক্রান্ত এবং বাণী মেঘভরা বর্ষাধারায় আকাশের গুরুগম্ভীর স্নিগ্ধ ডম্বরু-ধ্বনির মত। বীণাপাণির চরণ সমীপে যেন দুগ্ধ সাগরে লীলায়িত রাজহংসের আধ-আধ মধুরব। রাণী রাসমণি মথুরবাবুকে মন্দির দরজায় দাঁড় করিয়ে, রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠবাণী শুনতে আদেশ দিয়ে, দরজার অন্যপাশে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন—

''তুই যদি মা, নীচে না নামিস্, তবে কেমন করে তোকে খাওয়াব? আমি তো নিবেদন করতে জানি না, তোর দেওয়া ভোগ তো তোকে নিতেই হবে, ওরা অমন আত্তি করে দিয়েছে আর আমাকেই যখন তোর সেবায় রেখেছে, তখন তো নিতেই হবে আমার সেবা! ... তুই কি যে বলিস্ মা, আমি বুঝতেই পাচ্ছি না— এখানে সব নৈবেদ্যই যেমনকার তেমনি মজুত রইল, আর তোর খাওয়া হয়ে গেল? না-মা! তুই রাগ করিসনি, এই ক্ষীরটুকুও যদি না খাবি তো, আমি তোর চরণ ধরে এই পড়ে রইলুম—না-না—আমি কিছুতেই দরজা খুলব না — কে এসেছে?...রাণী... তা আসুক গে, তুই একটু মাথা নীচু কর, আমি... (অশ্রুভরা কণ্ঠে) ... এই ক্ষীরটুকু কেবল খাইয়ে দিই...কী-যে করিস মা! মাথা তোর আরও খানিকটা নীচু না হলে আমি কেমন করে তোর নাগাল পাব? সূর্য্যিকেও মা, এমন কি কূপের জলেও ছায়া দিতে হয়—প্রতি জলের ফোঁটায় তার প্রতিবিম্ব পড়ে সেই রকম তোর ছবিও সবার মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে, তুই যদি ঐ পাষাণ মূর্ত্তি থেকেও তা আমায় বুঝিয়ে না দিবি, তবে এ মুখ্যুকে ওরা রাখবেই বা কেন? আর তুইও আমায় ... (দরবিগলিত অশ্রুভারে) তাড়িয়ে দিবি না কেন? ... এই তো মা! তোর চরণের শিবকে খাওয়ালুম ... সে'ত বেশ মুখ বুজে খেয়ে ফেল্লো—তার যদি এত করুণা হল, তবে তোর দয়াই বা পাবনা কেন মা! এইতো ... আমি জানি মা! তুই আমার দেওয়া ক্ষীর নিশ্চয়ই খাবি ... একি করছিস! আবার আমার মুখেও? (বাণীর জড়তা ও নিস্তব্ধতা)'' ...

রাণী রাসমণি মথুরবাবুকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন— ''আর কোন কথা শুনতে পাচ্ছ? — সব কথাগুলোই শুনেছ? উনি আমাদের যে, মাইনে করা পুরোহিত ঠাকুর নন — উনি যে দেবতা এখন তা খানিকটা বুঝতে পারছ?''

মথুরবাবু চোখের জল মুছতে মুছতে স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালেন — ''আমি কিছুই বুঝতে পারি নি — নিশ্চয়ই ভেতরে অন্য কেউ একজন ওঁর বন্ধুবান্ধব বা ওঁর স্ত্রী আছেন''—

রাণী জিব কেটে মথুরবাবুর মুখটা চেপে ধরে বল্লেন — ''ছিঃ! ও কথা বলতে নেই! দরজা খোলা হলেই তোমার সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে—ঐ শোন! কি আবার বলছে!''

(ভারী গলায়) ''এ আবার কী করলি? — ক্ষীরের প্রসাদ সবই যে প্রায় খেয়ে দিলি! এবার ওরা যে আমায় আবার পাগল বলে গালাগালি দিয়ে বলবে — 'রামকৃষ্ণ নিজেই সব ক্ষীর মিষ্টি খেয়ে — বলে কিনা মা খেয়েছে' — তাই বলছি এখন কি করি বলতো মা! তুই আবার মুখ টিপে টিপে হাসছিস্! — ও সব হবে না মা! তুই যেখান থেকে পারিস ক্ষীর এনে, ঐ পাথর বাটীটা ভর্ত্তি করে দে! লোকে বলে— মানীর মান, রাখে ভগবান — তাই বলছি মা, তুই আমার মান বাঁচিয়ে দে—ওরা বলে, 'পাথরের ঠাকুর কী কথা কয়? না হাত তুলে খেতে পারে? মাটির ঘট বা পাষাণ- প্রতিমাকে সামনে মনে ছবির মত আদর্শ রেখে পুজো করতে হয় মাত্র—তাই বলে কি মাটির-প্রতিমা হাঁ করে খেতে পারে? না— কথা কইতে পারে? রাণী রাসমণি কোথা থেকে এক পাগল ধ'রে এনে, হিন্দুধর্ম্মে যেন অনাসৃষ্টি এনেছে' (আবার নিস্তব্ধ)''....

রাণী রাসমণি এসব কথা শুনতে শুনতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না; অঝোর ঝ'রে কাঁদতে কাঁদতে দুয়ারেই শুয়ে পড়লেন — মথুরবাবুও নিস্তব্ধে রাণীর পায়ে হাত

বুলাতে বুলাতে স্থির হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়েও কয়েক ফোঁটা জল রাণীর পায়ে গড়িয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময়ে মন্দিরের দরজা খুলে গেল। রামকৃষ্ণদেব নামাবলী গায়ে বেরিয়ে এলেন--হাতে তাঁর পূজার ফুল ও প্রসাদী মিষ্টি। দরজা খুলেই রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে

শ্রীমথুরানাথ বিশ্বাস (মথুরবাবু)

মধুকণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন — ''মা! তোর এ আবার কী লীলা! বাইরে এসেও যে দেখি, মায়ের পায়ে শিবের ধ্যান! অন্দরে যা দেখলুম, বাইরেও তোর সেই একই রূপের লীলা! তোর লীলার কথা কী ধ্যানে পাওয়া যায়?''

অস্ফুট মধুর কণ্ঠধ্বনি মথুরবাবুর কানে যেতেই তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন—সন্দিহান চক্ষে, ক্ষণেকের জন্য, মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে দৃষ্টি ফেলে, যখন সেই পাষাণ-প্রতিমা ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেলেন না, তখন তিনি রামকৃষ্ণদেবকে হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন—

—''তোমার পায়ের কাছে যে, রাণীমা প'ড়ে আছেন—তাঁকেও একটু উঠিয়ে দেবে না? মায়ের সাষ্টাঙ্গ গড়াগড়ি দেখে, আমিই বা কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকি?'' এই বলতে বলতে রামকৃষ্ণ ধপ্ কোরে, সেই নৈবেদ্য-প্রসাদ ও ফুল নিয়ে রাণীর পায়ের কাছেই বসে পড়লেন—

রাণী রাসমণি হঠাৎ যেন চমকে উঠে বসে প'ড়লেন এবং তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটি মুছে ফেলেই বলে উঠলেন ... ''একী কর দেবতা? আমার পায়ের কাছে ঐ প্রসাদী ফুল আর ভোগের জিনিষ ধরে কি তোমার বসা উচিৎ? — পাপের বোঝা আরও বেশী দিতে চাও?''

রামকৃষ্ণদেবের আঁখির জলে তাঁর উজ্জ্বল মুখ আরও সূর্য্যদীপ্তিতে ভরে উঠল — স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে, তেমনি সরল উচ্ছ্বাসে বলে যেতে লাগলেন — ''মায়ের কথা মা-ই জানে। আমি ও সব বুঝি না, রাণীমা; মা আমায় যা করায়, তাই করি, ও সব হেঁয়ালী কথার উত্তর মা-ই জানিয়ে দিয়ে বলে — 'আমারই সব ছেলে মেয়ে জীবন্ত দেব-দেবীর মতই বাইরের জগতে কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, আমি কেবল নীরব হয়ে তাই দেখি — ওরা তাই দেখে আমাকে বলে — পাষাণী মা'—''

এ'কথা শুনে, রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু একসঙ্গে চারিটি চোখ মেলে রামকৃষ্ণদেবের দিকে খানিকক্ষণ কেবল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন, পরে তাঁদের চার হাত দিয়ে একসঙ্গে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন—

প্রাঙ্গণে সানাইয়ের বাজনা বেজে উঠল। সমবেত ভক্ত নরনারীগণেরা সিঁড়ি বেয়ে, প্রণাম করতে করতে উঠে আসবার মুখে, হোঁচট খাবার জোগাড় হয়ে গেল।

রাণী রাসমণি

রামকৃষ্ণদেব অতি সহজ সুরে বরং খানিকটা আশ্চর্য্য হয়েই যেন উত্তর দিলেন, ''এ আবার নূতন কথা কি রাণীমা? তুমি যখন ঘুমের ঘোরে বসে থাক তখন কি তুমিও আমার এই পাষাণী মায়ের মত বা ছবির মতই থাক না? ঘুম ভাঙ্গলে বা তোমার ধ্যান ভাঙাতে তুমিও কি আমার এই মায়ের মতই তোমার ছেলেকে খাওয়াতে পার না? নিজের ছেলে ডাকলে সব মা-ই যেমন কথার উত্তর দেয় আর খাইয়েও দেয় কিন্তু অন্য ছেলে ডাকলে সাড়া দেয় না। আমার এই পাষাণী মা তোমাদের কাছে তেমনি দেখছি। মাকে 'মা' বলে ডেকে, আবার লজ্জায় জিব কেটে পালিয়ে গেলে কেমন করে মা কোলে নেবে? তুমি যখন ঘুমের ঘোরে থাক, তখন যদি কেউ ডাকে তবে কেমন করে তুমি সাড়া দেবে? মা যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ ছেলেকে তো জেগে থাকতে হবে? মাকে জাগিয়ে দিলেই খালাস—আর ছেলেকে কিছুই করতে হয় না। মা তখন নিজেই ছেলের সব ভারই নিয়ে নেয়। তোমরা কি বল বাপু আমি তা বুঝতেই পারি না ছেলের হাতে মা খাবে না কেন?''

রাণী রাসমণি এ কথায় আর কোন উত্তর করলেন না। কেবল অশ্রুভরা বিস্মিত নয়নে রামকৃষ্ণদেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন—

রামকৃষ্ণদেব সরল হাসি মুখেই বলে যেতে লাগলেন— ''তোমার দিকে খানিক চেয়ে থাকলে আমিও বুঝতে পারি যে, আমার কথাগুলো সবই যেন তোমার হেঁয়ালী ঠেকে, মায়ের জগৎটা কি যে রহস্যময়, তা আমি যেন নিজেই বুঝতে পারি না। ঐ দেখ! শুনতে পাচ্ছ? মা, আবার আমায় কি করতে যেন ডাকছে। আমি এখনই আসছি, তুমি আরেকটু বসো...''

রাণী রাসমণি মথুরবাবুর দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ... ''কি বুঝতে পারছো?''

মথুরবাবু মাথা নেড়ে কেবল জানিয়ে দিলেন — ''এ সব হেঁয়ালী আর রহস্যময় কথা কেমন করে বুঝবো? যিনি ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কে-ই বা এ সব কথা নিতে পারে?''

রাজরাণী খানিকটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন — ''হয়ত কিছুই বুঝিনা, কিম্বা যা বুঝি তা হয়ত বোঝাতে পারি না ... এখন বাড়ী যাবে?'' মথুরবাবু উত্তর দিলেন — ''আরও একটু বসে যাই, আর যদি পারি তো আরও কিছু শুনে যাই, পারিতো কিছু নিয়েও যাই। শুধু কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছুই এখনও নিতে পারি নি। উনি আসুন, ওঁর পাষাণী মা কেন আবার ডাক দিলেন, তার কথাও কিছু শুনতে ইচ্ছে রয়েছে — ঐ যে উনি আসছেন।''

রামকৃষ্ণদেব হাসতে হাসতে আবার রাণী রাসমণির কাছে এসে বসলেন আর বলতে লাগলেন — ''মায়ের কথা শুনেছ? মা বল্লে — 'রাণীমা এখনও কিছু খায়নি, তুই এখনও ওকে আট্‌কে রেখেছিস্ কেন? আর ওকে বলে দে, যে দলিলটা খুঁজে পাচ্ছে না, সেটা দক্ষিণ দিকের কোণের আলমারীতে নীচের তাকে পড়ে আছে!' মায়ের টাকা, মায়ের দলীলপত্র মা-ই দেখছি হিসেব করে রাখে। তাইতো তোমায় বলি — মায়ের বোঝা মা-ই বয়ে বেড়ায়। মার বোঝা তাকেই দাও, কেন নিজের বলে মাথা ভার কর?''

এ কথায় মথুরবাবু আর থাকতে পারলেন না — হুম্‌ড়ী খেয়ে রামকৃষ্ণের পায়ের তলায় গড়িয়ে গেলেন—

রামকৃষ্ণদেব ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে যেতে লাগলেন — ''আরে! এ কি করেন রাজাসাহেব? আমার পায়ে কেন পড়েন? মা থাকতে ছেলের পায়ে পড়লে, মাকে যে অপমান করা হয়! উঠুন, উঠুন, এখনি পাষাণী মা আবার রেগে উঠতে পারে। মা হাসলেই বুঝি মায়ের বোধ হয় রাগ হয়েছে— আপনার পায়ে পড়ি, আপনি উঠুন রাজা সাহেব!''

রাসমণি চোখের জল ফেলতে ফেলতে মথুরবাবুকে উঠিয়ে বসালেন; এদিকে আবার রামকৃষ্ণদেব রাণীমাতার এই কর্ম্ম দেখে হঠাৎ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলে যেতে লাগলেন — ''এমনি করে জগন্মাতাও তার প্রিয় আর কাছে পাওয়া ছেলেকে জাগিয়ে কোলে তোলে, ঠিক এমনি করে মাও একদিন আমার হাত ধরে উঠিয়েছিল ...'' আর বলা হল না, রামকৃষ্ণদেব ধীরে ধীরে সেইখানেই জড়-সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন — ধীরে ধীরে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধগামী হয়ে গেল, হাতটা মুঠো হয়ে গেল — কেবল তিনটে আঙ্গুল খোলা রইল; বাম হস্তও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের কাছে হেলান দিয়ে পড়ল। হাত মুঠো হল কিন্তু সেখানেও তিনটে আঙ্গুল খোলা রইল। রাণী রাসমণি গৌরী-প্রতিমার মত এবং মথুরবাবু শিবের মত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই নিষ্পন্দ দেহের দিকে নির্নিমেষ নয়নে কৃষ্ণদর্শনার্থীর মত তাকিয়ে রইলেন। তাঁদেরই পেছনে আবার রাজবাড়ী থেকে আগত একদল নরনারীও রাণীর অপূর্ব্ব ভাববিহ্বল বিকাশ, মথুরবাবুর প্রেম গদ্‌গদ্ নিমীলিত আঁখি ও তাঁদের সম্মুখেই শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব নিষ্পন্দ এবং সমাধিস্থ যোগী আলেখ্য দর্শন করে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যান ভেঙ্গে যেতেই, মথুর-বাবুর দিকে তাকিয়ে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে বলে যেতে লাগলেন — ''তা বাপু আমি জানি না। আমার ডান হাতটি কেন ওপর দিকে উঠে যায়, আর তিনটে আঙ্গুল খোলা থাকে আর বাঁ হাতটাই বা বুকে জড়ায় কেন, ও সব কথা মা-ই জানে। আমার এই রকম অবস্থা দেখে, আপনার এই প্রশ্নই জেগেছে তো?''

মথুরবাবু আরও বিস্মিত হয়ে জোড় হাত করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম জানিয়ে উত্তর দিলেন...''আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার এই অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি দেখে, ঐ প্রশ্নটাই জেগেছিল—এখন দেখছি, আপনি অন্তর্যামী, ভগবান সদৃশ। আপনার দক্ষিণ হস্ত কেন ঊর্দ্ধগামী হয়, আর তিনটে আঙ্গুলই বা কেন খোলা থাকে, আপনি কি তা নিজেই জানেন না, আর কেনই বা এমন ভাবে থাকেন, তাও কি বোঝেন না? এর কি কোন অর্থ আছে বলে আপনিও জানেন না?''

রামকৃষ্ণদেব হাসিমুখে উত্তর দিলেন—''মায়ের ভাঁড়ার অনন্ত কোটি জিনিষে ভরপুর, ক'টার খবর নেব, আর ক'টারই বা দেব? যেটা তোমাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে, তার বিষয় মাকে জিজ্ঞাসা করি, আর মায়ের কথা তোমাদের কানে তুলে দিয়েই খালাস। উত্তর হল কিনা, তাও বুঝি না। আর তাতে সবাই খুশী হল কিনা তাও বুঝি না। মায়ের একটা কথার লক্ষ মানে, তাই আমার ও সব মানের গোড়ায় ছাই দিয়েছি।''

এ কথায় সমবেত নরনারী ও রাণী রাসমণি মুগ্ধ নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। **...ক্রমশঃ**